জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

১৯ আগষ্ট ২০২০ (**বুধবার**)

[**সময়কালঃ ১৯.০৮.২০২০–২৩.০৮.২০২০**]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দিক নির্দেশনা মেনে চলুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এটি আরও ঘণীভূত হতে পারে। মৌসুমী বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, লঘুচাপের কেন্দ্রস্থল ও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী থেকে প্রবল অবস্থায় বিরাজমান।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়; ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসাথে খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় আবহাওয়ার অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হতে পারে।

মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে বেশ কয়েকটি জেলায় হালকা থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

বন্যা আক্রান্ত জেলা গাইবান্ধা, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, টাংগাইল, নাটোর, পাবনা, মাদারীপুর, চাঁদপুর ও ঢাকা জেলার নিম্নাঞ্চল থেকে পানি নেমে যাওয়ার কারণে উল্লেখিত জেলাসমূহের জন্য বন্যা পরবর্তী কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বন্যা পরিস্থিতি বিরাজমান থাকায় রাজবাড়ি, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, শরিয়তপুর, নারায়নগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

বন্যার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

- বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য উপযোগী জাত যেমন- ব্রি ধান৫১, ব্রি ধান৫২, বিনাধান-১১, বিনাধান-১২ প্রভৃতি এবং বন্যা-পরবর্তী নাবিতে চাষযোগ্য জাত যেমন বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৪৬, ব্রি ধান৫৪, বিনাশাইল, নাইজারশাইল, গাইঞ্জা, মালশিরাসহ এলাকাভিত্তিক স্থানীয় জাতের বীজ সংগ্রহ করুন।
- বন্যার কারণে বীজতলা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেলে স্বল্পমেয়াদী জাতের বীজ সংগ্রহ করুন।
- বন্যার কারণে যদি পাটের জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং সেটা ২/৩ দিনের মধ্যে নিষ্কাশনের সম্ভাবনা না থাকে সেক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব কর্তনযোগ্য পাট কেটে পানিতে জাগ দিতে হবে।
- সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রদান এবং চারা রোপণ থেকে বিরত থাকুন।
- পরিপক্ক সবজি ও উদ্যানতাত্বিক ফসল সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকুন।
- সম্মিলিতভাবে আমন বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- বীজতলা তৈরির জন্য উঁচু জায়গা নির্বাচন করুন। উঁচু জায়গা পাওয়া না গেলে ভাসমান বা দাপোগ পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি করুন।
- জলাবদ্ধতা পরিহারের জন্য আমন বীজতলার চারপাশে নিষ্কাশন নালা তৈরি করুন।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা রাখুন।

- মাষকলাই ও শীতকালীন সবজির বীজ সংগ্রহ করুন।
- সকল খামারজাত পণ্য শুকনো ও নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- দন্ডায়মান ফসলকে ভারী বৃষ্টির ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য জমির আইল উঁচু করে দিন।
- কলাসহ অন্যান্য ফলের ছোট গাছ ও সবজিতে খুঁটির ব্যবস্থা করুন, আখের ঝাড় বেঁধে দিন।
- গবাদি পশুর বিশেষ যত্ন নিন। উঁচু জায়গায় স্থানান্তর করুন। পরিষ্কার খাবার খেতে দিন। গবাদি পশু যেন কোন বিষাক্ত আগাছা খেয়ে না ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রোগের লক্ষণ দেখা দিলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- গোয়াল ঘরে যেন পানি জমে থাকতে না পারে সেজন্য বাইরে ও ভেতরে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। মেঝে শুকনো রাখুন। পরিষ্কার পানি পান করান।
- পুকুরের চারপাশ উঁচু করে দিন। সম্ভব হলে চারপাশ জাল বা বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘিরে দিন যেন বন্যার পানিতে মাছ ভেসে না যায়।
- জরুরি খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী নীচু এলাকা থেকে উঁচু এলাকায় স্থানান্তরের জন্য নৌকার ব্যবস্থা রাখুন।

বন্যা পরবর্তী বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

আমন ধান:

- আমন ধানের বীজতলা ও মূল জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- আমন ধানের বীজতলা তৈরির জন্য উঁচু জায়গা নির্বাচন করুন।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর চারা রোপণ করতে হবে।
- বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হলে বন্যা সহনশীল জাতের চাষ করতে হবে।
- উঁচু জায়গায় সম্মিলিতভাবে ব্রি ধান ৫১. ৫২ বা বিনা ধান ১১, ১২ এর বীজতলা তৈরি করুন।
- জমির পানি নেমে গেলে চারা রোপন করুন। মূল জমিতে রোপণের আগে চারাগাছের শিকড় শোধন করে নিন।
- ভাসমান বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর স্বল্প জীবনকালীন জাত যেমন ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৫৬, ব্রি ধান৫৭, ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৭১ ও ব্রি ধান৭৫ সরাসরি ২৫ আগস্ট পর্যন্ত রোপণ করা যেতে পারে।
- এছাড়াও ব্রি উদ্ভাবিত আলোক সংবেদনশীল উফশী জাত যেমন- বি আর৫, বি আর২২, বি আর২৩, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৪৬ জাতসমূহ১৫ আগস্টের মধ্যে বীজতলায় চারা উৎপাদন করে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রোপণ করা যাবে। সরাসরি বপনের সময় ৩০ আগস্ট পর্যন্ত।
- স্থানীয় জাত যেমন- নাইজারশাইল ও গাইঞ্জাসহ স্থানীয় জাতসমূহ ১৫ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে রোপণ বা সরাসরি বপনের ক্ষেত্রে ৩০ আগস্টের মধ্যে বপন করতে হবে।
- বন্যায় আক্রান্ত হয়নি এমন বাড়ন্ত ধানের গাছ (রোপণের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত) থেকে ২-৩টি কুশি রেখে বাকী কুশি সযত্নে শিকড়সহ তুলে নিয়ে সাথে সাথে অন্য ক্ষেতে রোপণ করা যেতে পারে।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর নাবীতে রোপণের ক্ষেত্রে প্রতি গোছায় একটু বেশি করে চারা দিয়ে (৪-৫ টি) এবং ঘন করে (২০X১৫ সে.মি. দূরত্বে) রোপণ করতে হবে।
- বন্যার পানিতে আসা পলির কারণে জমি উর্বর হয়। এ জন্য বিলম্বে রোপণের ক্ষেত্রে দ্রুত কুশি উৎপাদনের জন্য সুপারিশকৃত দুই-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া রোপণের ২০-২৫ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

- আংশিক বন্যায় আক্রান্ত বীজতলায় ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ দেখা দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে চারা একটু সোজা হয়ে উঠলে ৬০ গ্রাম থিওভিট, ৬০ গ্রাম পটাশ সার ও ২০ গ্রাম জিঙ্ক সার ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে।
- ধানের ফুল পর্যায়ে বিশেষ করে সুগন্ধি জাতে শীষ ব্লাস্ট রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। সেক্ষেত্রে থোড় অবস্থার শেষ পর্যায়ে ট্রাইসাইক্লাজল ও স্ট্রবিন গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: ট্রুপার ও নেটিভো ৭-১০ দিন ব্যবধানে দুইবার বিকাল বেলায় অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।
- বন্যা পরবর্তী সময়ে ধান ক্ষেতে মাজরা, পাতা মোড়ানো এবং পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা যেমন- হাত জাল, পার্চিং, আলোক ফাঁদ এবং অনুমোদিত কীটনাশক যেমন- মাজরা পোকার জন্য ভিরতাকো, পাতা মোড়ানো পোকার জন্য সেভিন/মিপসিন. পামরি পোকার জন্য ডার্সবান/সেভিন অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।
- মাজরা পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য চারা রোপণ করার আগে পাতার অগ্রভাগ কেটে দিন কারণ এই পোকা সেখানে ডিম পাড়ে।

অন্যান্য ফসল:

- আউশ ধান, সবজি ও অন্যান্য দণ্ডায়মান ফসলের জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- বন্যা আক্রান্ত জমি থেকে বন্যার পানি নেমে গেলে নতুন সবজি চাষ শুরু করুন।
- আখের জমি থেকে বন্যার পানি সরে যাওয়ার সাথে সাথে আখের ঝাড় বেঁধে দিতে হবে।
- বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর পানের বরজের বেড়া মেরামত করুন।

মৎস্য:

- সাম্প্রতিক বন্যায় মৎস্যচাষীদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। অধিকাংশ মাছ বন্যার পানিতে ভেসে গিয়েছে। বন্যার পানি নিষ্কাশনের পর নিম্নলিখিত কাজ করতে হবে-
    - আগাছা পরিষ্কার করুন।
    - বন্যার কর্দমাক্ত পানির কারণে পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই বাঁশ দিয়ে পুকুরের পানি নেড়ে দিন।
    - তলিয়ে যাওয়া পুকুরগুলোতে পানি নেমে যাওয়ার পরপরই চারধার মেরামত করে নিন।
    - রৌদ্রজ্জ্বল দিনে মাছের পরিমানের উপর ভিত্তি করে ২৫০-৭৫০ গ্রাম/শতাংশ হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের তিন দিন পর রৌদ্রজ্জ্বল দিনে ৮০-১০০ গ্রাম/শতাংশ হারে ইউরিয়া এবং ৪০-৫০গ্রাম/শতাংশ হারে টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে।
    - পুকুর থেকে মাছ বের হয়ে গিয়েছে কিনা জাল টেনে পরীক্ষা করুন। মাছ বের হয়ে যাওয়া পুকুরগুলোতে একটু বড় আকারের পোনা পুনরায় মজুদ করতে হবে।
    - ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে ১ কেজি চুন ও ৫ কেজি লবন প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে সবুজ ঘাস এবং ভিটামিন ও খনিজ লবন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।
- ঘাস পাওয়া না গেলে ভক্ষণযোগ্য গাছের পাতা যেমন কলা, বাঁশ, আম, কাঁঠালের পাতা খাওয়ান।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করা পানি পান করান।
- গবাদি পশুকে ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ খাবার খেতে দিন।
- গবাদি পশুর পর্যাপ্ত খাবার ও থাকার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।

হাঁসমুরগী:

- হাঁসমুরগী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। এ সময় হাঁসমুরগীকে ভাতের সাথে টেট্রাসাইক্লিন পাউডার খাওয়ান।
- পরিবর্তিত আবহাওয়াতে হাঁস-মুরগীর ভাইরাস জনিত রোগ দেখা দিতে পারে। সেজন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হাসঁ- মুরগীকে ভিটামিন ও খনিজসমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।
- সুষম খাবার ও পরিষ্কার পানির ব্যবস্থা করুন।
- রানীক্ষেত/বসন্ত রোগের টীকা প্রদান করুন।

অন্যান্য জেলার জন্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

আউশ ধান:

- কাইচ থোড় পর্যায় থেকে জমির পানির স্তর ৫-৭ সে.মি. বজায় রাখুন। শক্ত দানা পর্যায় থেকে জমির পানির স্তর ২-৩ সে.মি. বজায় রাখুন।
- মাজরা পোকা, গল মাছি এবং সাদা ও বাদামী গাছ ফড়িং আক্রমণ করলে প্রতি হেক্টরে ৩৩ কেজি কার্বোফুরান ৩জি প্রয়োগ করুন। কাটুই পোকার আক্রমণ হলে ক্লোরোপাইরিফস বা ডাইক্লোরোভস প্রয়োগ করুন।
- মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এটি ট্রাইকোগ্রামা ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- খোল পোড়া রোগ থেকে বাঁচাতে আইল ঘাসমুক্ত পরিষ্কার রাখুন।
- আউশের পাতায় ব্লাস্ট ও দাগ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- গান্ধী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৫০ ডব্লিউপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন গোড়া পচে না যায়। ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে বৃষ্টিপাতের পর সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করার সময় কৃষকদের মধ্যে যথাযথ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- ফসল ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সংগ্রহ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আমন ধান:

- দ্রুত চারা রোপণ সম্পন্ন করুন।
- যে কোন কারণে চারার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে সেখানে একই বয়সের সুস্থ চারা রোপণ করুন।
- হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি হেক্টরে ১০ কেজি হারে কার্বোফুরান স্প্রে করুন।
- হালকা বা মাঝারী বৃষ্টিপাতের পানি যেন বের হয়ে যেতে না পারে সেজন্য শক্ত করে জমির আইল তৈরি করুন।
- চারা খুব গভীরে রোপণ করবেন না। কোন চারা নষ্ট হলে এক সপ্তাহের মধ্যে সেখানে নতুন চারা লাগান।
- জমি আগাছামুক্ত রাখুন। চারা রোপণের ১-৩ দিনের মধ্য অনুমোদিত আগাছানাশক প্রয়োগ করুন।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।

- পামরী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- সর্বোচ্চ কুশি পর্যায়ে লীফ রোলার, সবুজ পাতা ফড়িং, ব্লাস্ট, ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট, উফরা, খোল পোড়া, পাতা পোড়াসহ বিভিন্ন রোগবালাই দেখা দিতে পারে। নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- আগাম শীতকালীন সবজি চাষের জন্য বীজতলা তৈরি করুন।
- বর্ষাকালে চারার ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন।
- আগাছা নিধন ও অন্যান্য আন্ত:পরিচর্যা করুন।
- ফলের মাছি পোকা, লাল কুমড়া বিটল, এপিলাকনা বিটল এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- আম বাগানের আন্ত:পরিচর্যা করতে হবে।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- কলা গাছ লাগান এবং বাগানে আন্ত:পরিচর্যা করুন।
- বৃষ্টিপাতের কারণে কলা গাছে সার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- ঝোড়ো হাওয়ার কারণে ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছে খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
- কলায় সিগাটোকা রোগের আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি প্রোপিকোনাজল মিশিয়ে পাতার দুইপাশে স্প্রে করুন।
- কলাগাছের বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। আন্ত:পরিচর্যা করুন। জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- পেঁপের ছাতরা পোকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পাট:

- যদি পাটের জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং সেটা ২/৩ দিনের মধ্যে নিষ্কাশনের সম্ভাবনা না থাকে সেক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব কর্তনযোগ্য পাট কেটে পানিতে জাগ দিতে হবে।
- পাট সংগ্রহ অব্যাহত রাখুন।
- পাট সংগ্রহ করে জমিতে ২-৪ দিন দাঁড় করিয়ে রাখুন যাতে পাতা ঝরে যায় এবং জাগ দেওয়া ভাল হয়।

পান:

- জমিতে কাটিং লাগানোর জন্য রোগমুক্ত কাটিং নির্বাচন করতে হবে এবং লাগানোর আগে ০.৫% বর্দো মিক্সচার ও ৫০০ পিপিএম স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন দিয়ে আধ ঘণ্টা শোধন করে নিতে হবে।
- কান্ড পচা বা গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে রোগাক্রান্ত পান গাছ বা গাছের অংশ নির্দিষ্ট গর্তে ফেলুন অথবা পুড়িয়ে ফেলুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আখ:

- কান্ড পঁচা রোগ ও মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশু অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় রাখুন।
- গোয়ালঘরে যেন বৃষ্টির পানি জমতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
- গোয়ালঘরে জীবাণুনাশক যেমন ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করুন
- পানিতে নিমজ্জিত মাঠে গবাদি পশুকে যেতে দেওয়া যাবে না
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- গবাদি পশুর খুরা রোগ দেখা দিলে-
    - শুধুমাত্র শুকনো খাবার খাওয়ান
    - গোয়ালঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখুন
    - মুখে ও পায়ে ক্ষত দেখা দিলে ক্ষতের জায়গাটি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে দিন
- সুস্থ গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- হাঁসমুরগীকে ভেজা খাবার খেতে দেবেন না।
- কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- খোয়াড়ে জীবাণুনাশক স্প্রে করে তারপর হাঁসমুরগী রাখুন।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- শুকনো খাবার খেতে দিন এবং পরিষ্কার পানি পান করান।
- বর্তমান আবহাওয়ায় হাঁসমুরগীর অন্ত্রের পরজীবীর আক্রমণ হতে পারে। সেজন্য খোয়াড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
- তাপমাত্রা বেড়ে গেলে খোয়াড়ে পানি স্প্রে করুন।

মৎস্য:

- পুকুরের চারধার মেরামত করে দিন যেন মাছ পুকুরের বাইরে বের হয়ে যেতে না পারে।
- পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- যথেষ্ট পানি আছে, কাজেই পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ুন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (১৯ আগষ্ট ২০২০, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ১৮ আগষ্ট ২০২০ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ১৯ আগষ্ট ২০২০ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০১	৩১.১	২৬.৯	রাজশাহী	রাজশাহী	১১	৩৫.০	২৬.৪
	টাঙ্গাইল	১৪	৩৩.২	২৫.৫		ঈশ্বরদী	১৮	৩২.৮	২৭.০
	ফরিদপুর	০৩	৩২.০	২৬.৭		বগুড়া	০৫	৩১.৭	২৭.০
	মাদারীপুর	০৩	৩৩.০	২৬.৬		বদলগাছী	০০	৩১.২	২৬.২
	গোপালগঞ্জ	৮৬	৩১.৫	২৫.৫		তাড়াশ	১৯	৩২.৫	২৭.০
	নিক্‌লি	০০	৩২.৫	২৪.৫					
					রংপুর	রংপুর	০০	৩২.০	২৭.০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	১৭	৩০.৭	২৬.৫		দিনাজপুর	সামান্য	৩২.৫	২৬.৭
	নেত্রকোনা	০৩	২৯.৪	২৬.৫		সৈয়দপুর	০০	৩৩.০	২৬.৫
						তেঁতুলিয়া	০০	৩২.০	২৬.৭
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	২৯	২৯.০	২৫.০		ডিমলা	০৩	৩৩.০	২৭.০
	সন্দ্বীপ	১৬	২৯.৫	২৫.৬		রাজারহাট	০০	৩২.২	২৬.৫
	সীতাকুন্ড	১৭	৩১.০	২৫.৫					
	রাঙ্গামাটি	০২	৩০.০	২৫.০	খুলনা	খুলনা	১৪	৩১.৫	২৬.২
	কুমিল্লা	০৩	৩০.৫	২৫.৯		মংলা	৩৯	৩০.২	২৬.০
	চাঁদপুর	০৮	৩০.৫	২৬.৮		সাতক্ষীরা	০১	৩১.২	২৭.০
	মাইজদীকোর্ট	৩৬	৩০.০	২৬.০		যশোর	০১	৩১.২	২৬.৮
	ফেনী	০০	৩০.০	২৫.৪		চুয়াডাঙ্গা	০০	৩৩.৫	২৬.৭
	হাতিয়া	২০	২৯.৫	২৫.০		কুমারখালী	০৯	৩৩.০	২৬.৫
	কক্সবাজার	৫৫	২৭.০	২৪.৬					
	কুতুবদিয়া	৩১	২৮.২	২৫.১	বরিশাল	বরিশাল	৪৬	৩১.৫	২৬.৩
	টেকনাফ	১৪৯	২৭.২	২৩.০		পটুয়াখালী	৩৩	২৯.৫	২৬.৩
						খেপুপাড়া	৪০	২৯.০	২৬.০
সিলেট	সিলেট	০৫	৩১.২	২৫.৯		ভোলা	১৮	৩০.৭	২৬.১
	শ্রীমঙ্গল	সামান্য	৩২.৪	২৫.৮					

প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৫.১১ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.৪০ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়; ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা ঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে ।

সপ্তাহের শেষে (১৮ আগষ্ট ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

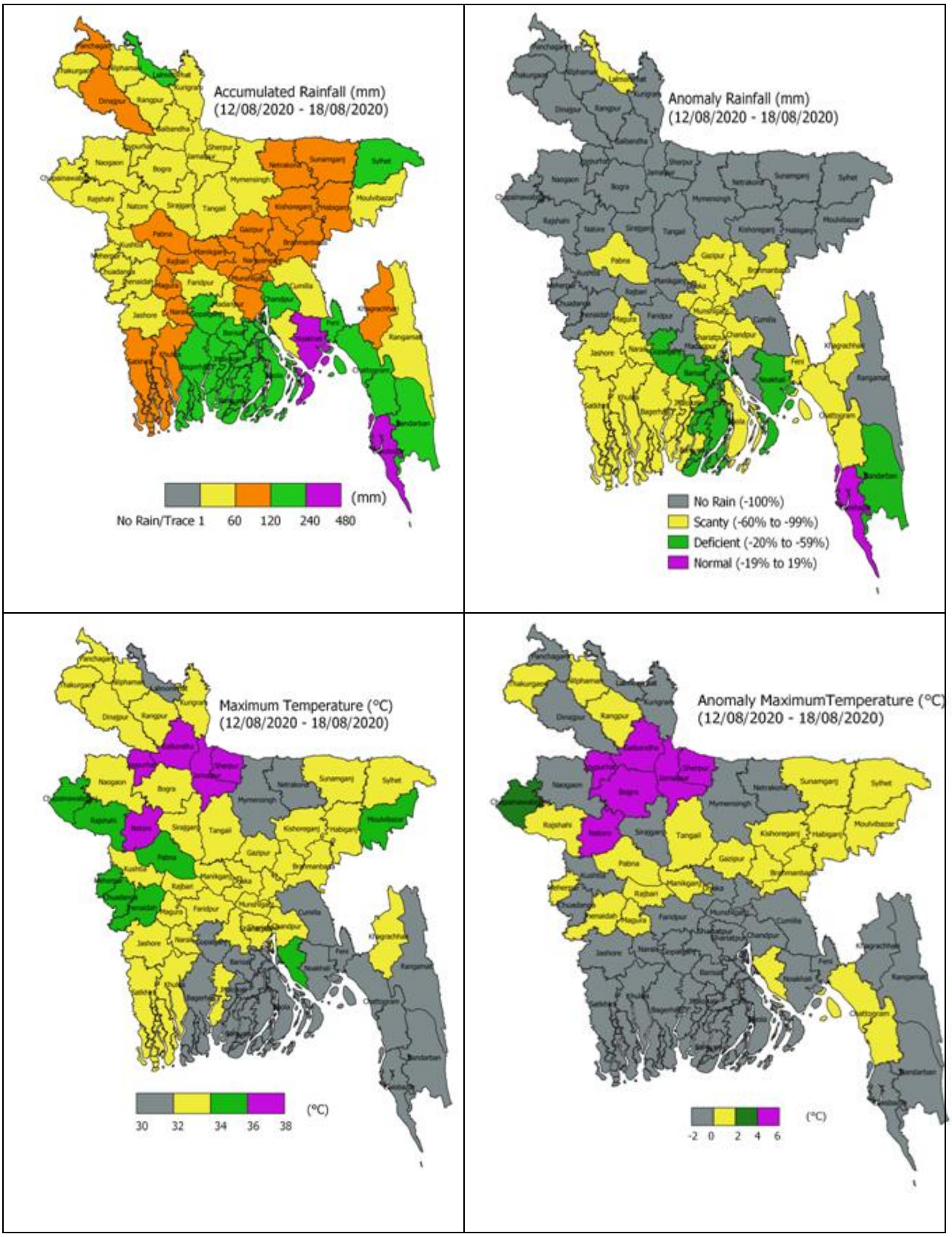

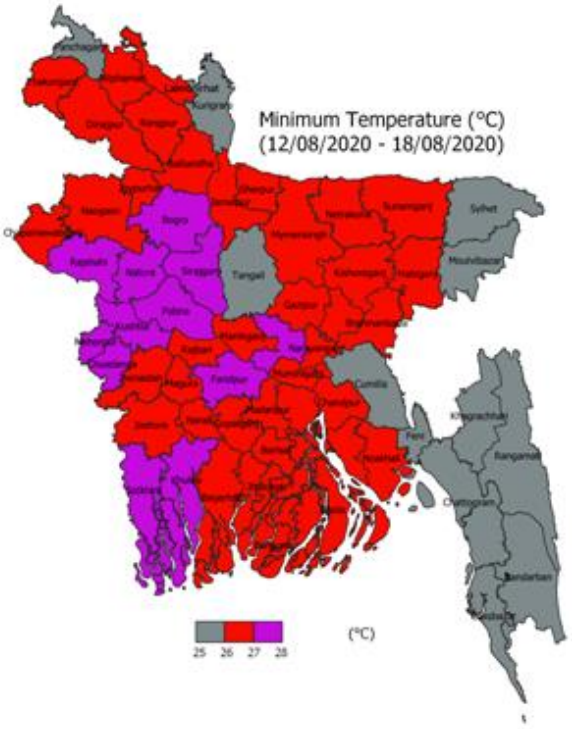
Minimum Temperature (°C)
(12/08/2020 - 18/08/2020)
25 26 27 28
(°C)

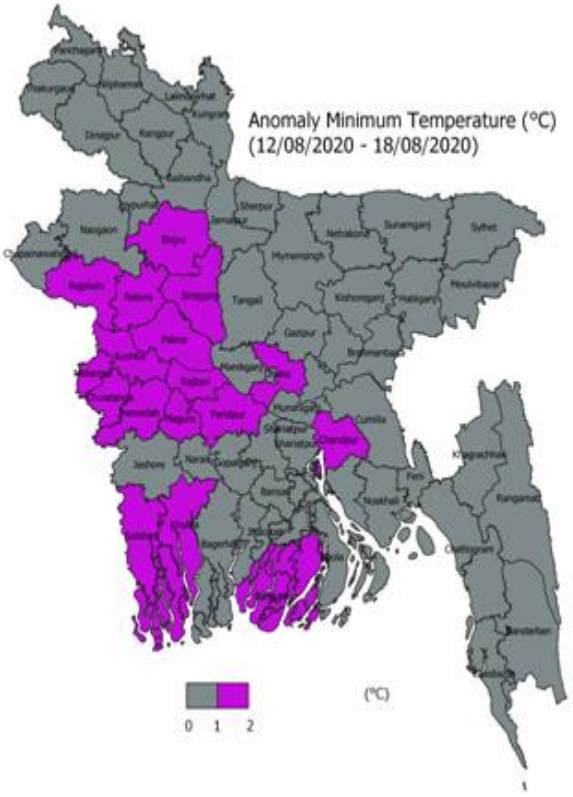
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(12/08/2020 - 18/08/2020)
0 1 2
(°C)

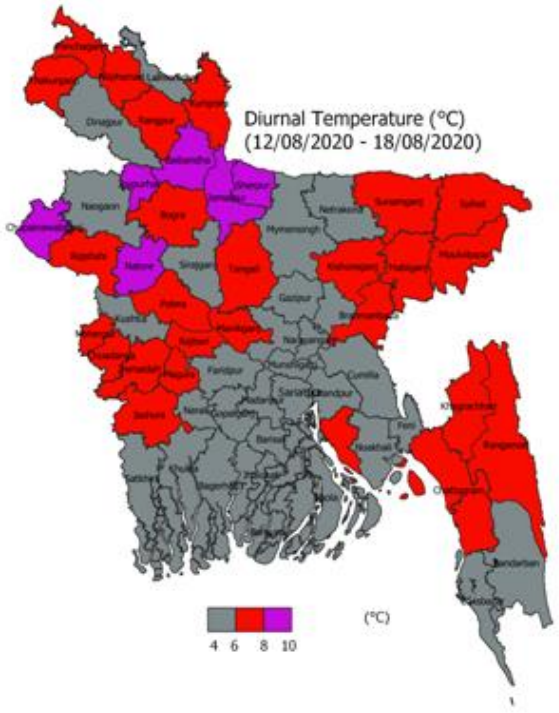
Diurnal Temperature (°C)
(12/08/2020 - 18/08/2020)
4 6 8 10
(°C)

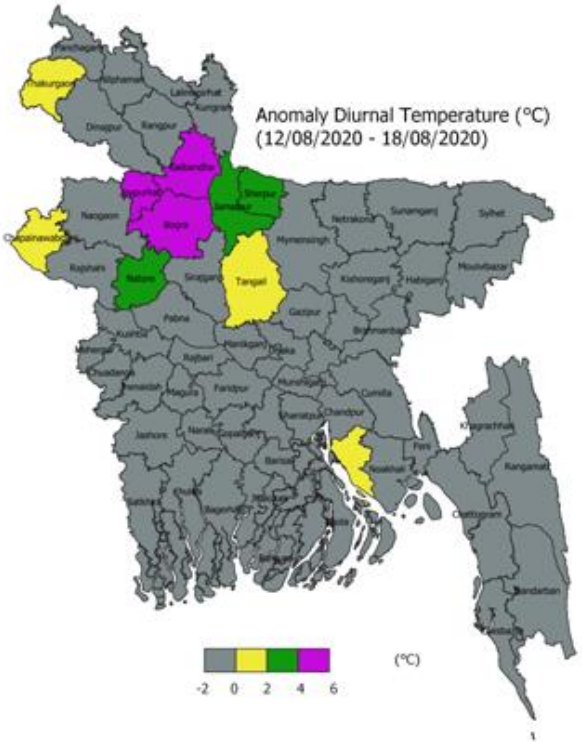
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(12/08/2020 - 18/08/2020)
-2 0 2 4 6
(°C)

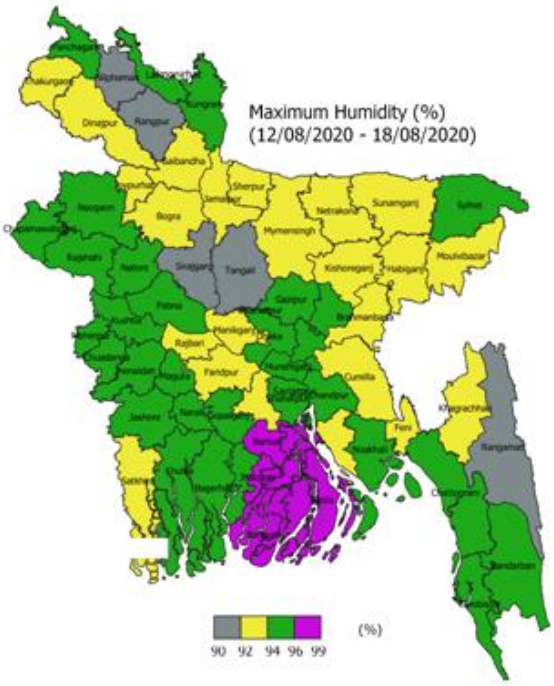
Maximum Humidity (%)
(12/08/2020 - 18/08/2020)
(%)
90 92 94 96 99

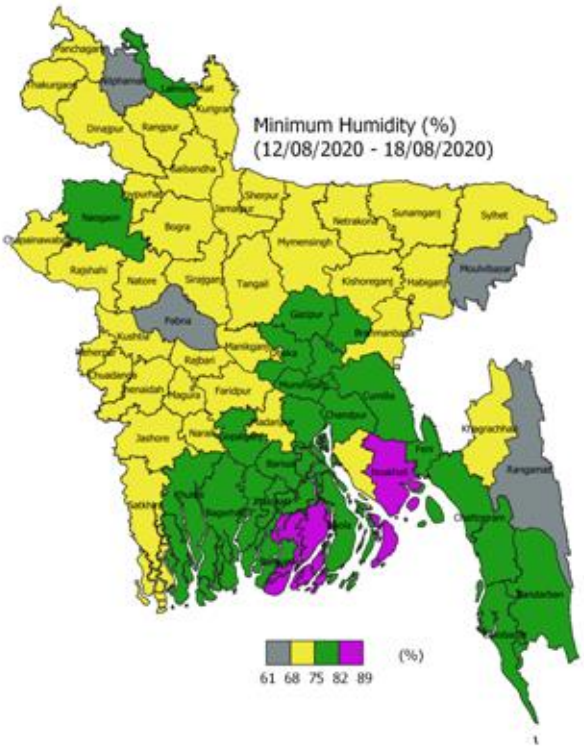
Minimum Humidity (%)
(12/08/2020 - 18/08/2020)
(%)
61 68 75 82 89

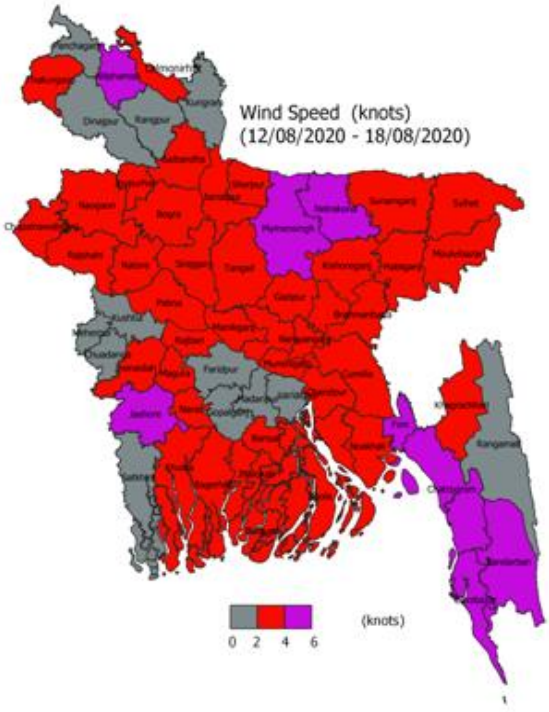
Wind Speed (knots)
(12/08/2020 - 18/08/2020)
(knots)
0 2 4 6

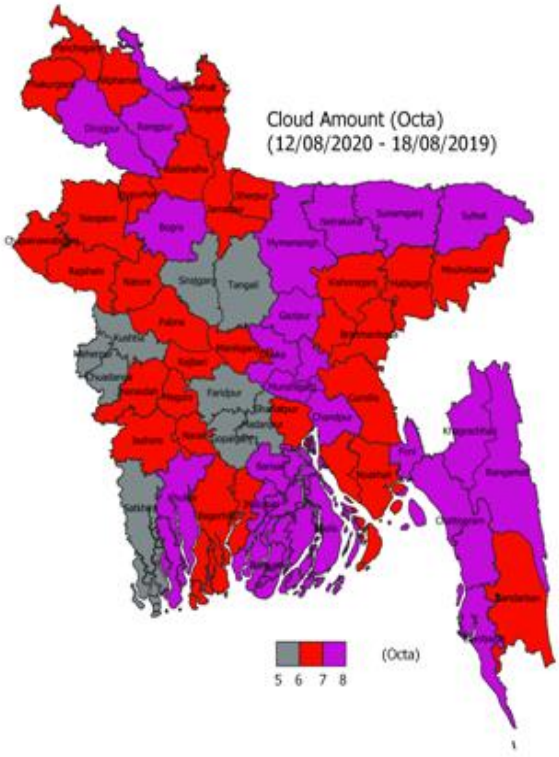
Cloud Amount (Octa)
(12/08/2020 - 18/08/2019)
(Octa)
5 6 7 8

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস ১৬/০৮/২০২০ হতে ২২/০৮/২০২০ তারিখ পর্যন্তঃ

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৪.০০ থেকে ৫.০০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ৩.০০ মিঃ মিঃ থেকে ৪.০০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে খুলনা, বরিশাল, চট্রগ্রাম, সিলেট ও ঢাকা বিভাগের অধিকাংশ স্থানে এবং রংপুর, রাজশাহী, ও ময়মনসিংহ বিভাগের অনেক স্থানে মাঝারী (১১-২২ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারী ধরনের ভারী (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে এবং দেশের কোথাও কোথাও ভারী (৪৪-৮৮ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে অতি ভারী (>৮৮ মি. মি./প্রতিদিন) বর্ষণের সম্ভবনা রয়েছে।
- এ সময়ে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাককে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (১৯ আগষ্ট হতে ২৩ আগষ্ট ২০২০ পর্যন্ত)

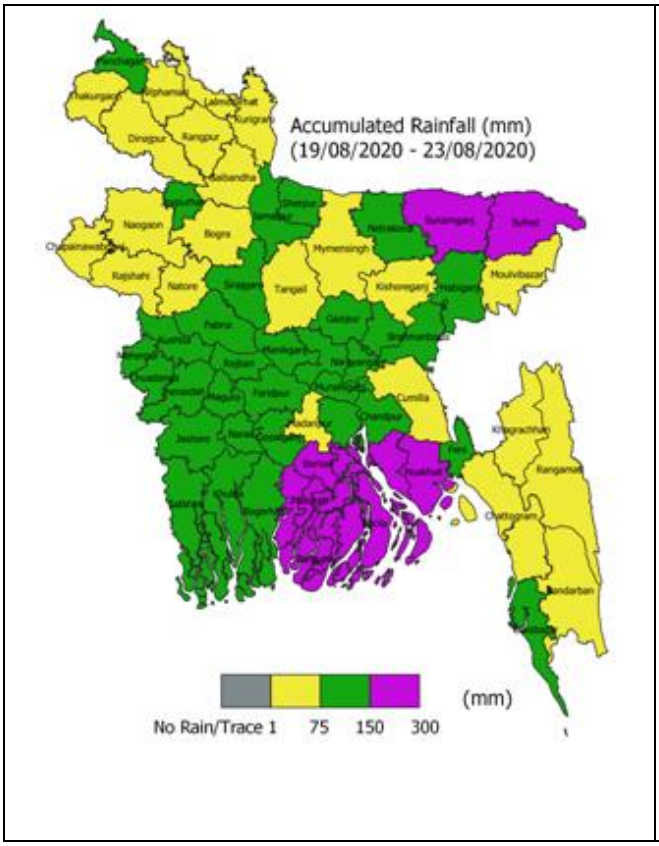

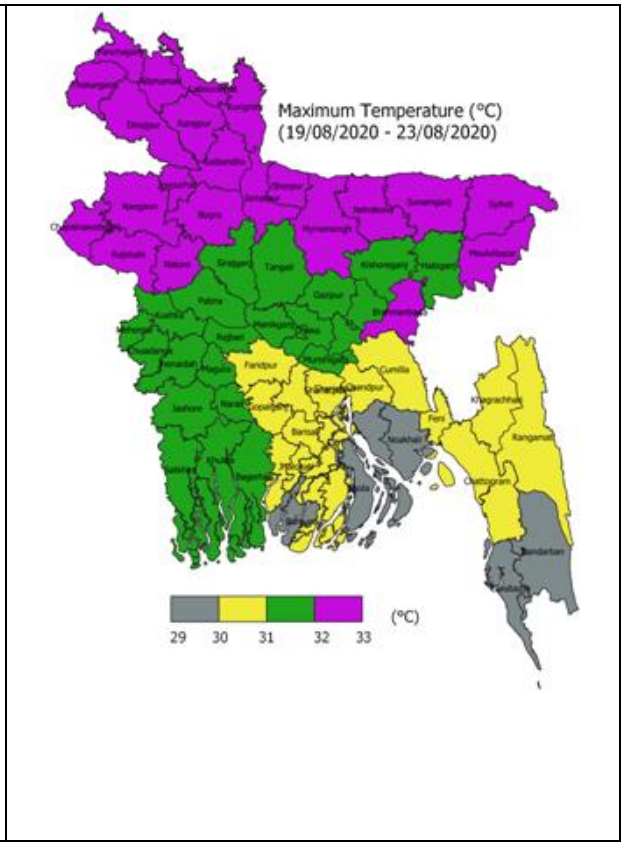

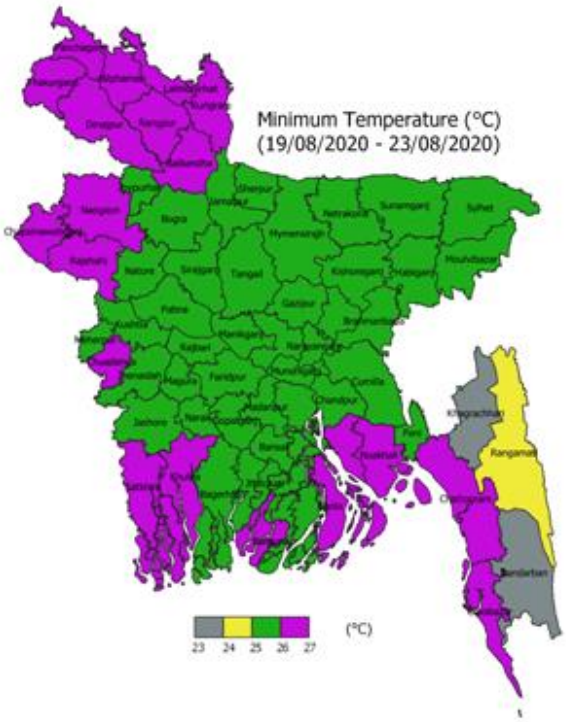
Minimum Temperature (°C)
(19/08/2020 - 23/08/2020)
(°C)
23 24 25 26 27

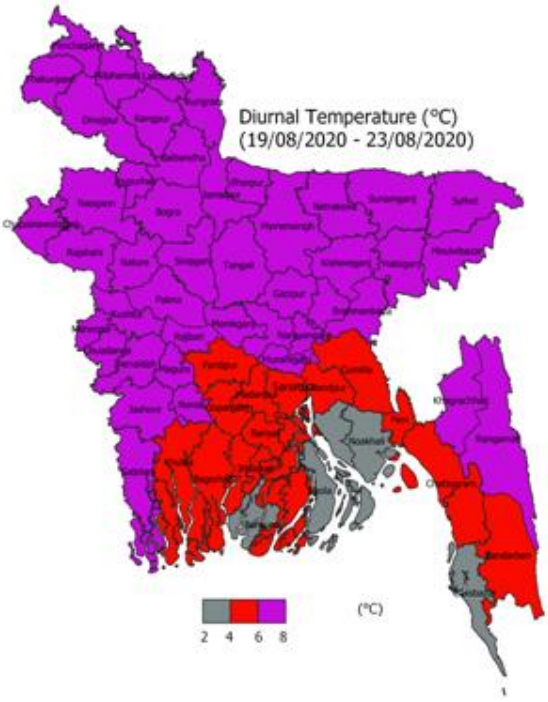
Diurnal Temperature (°C)
(19/08/2020 - 23/08/2020)
(°C)
2 4 6 8

Maximum Humidity (%)
(19/08/2020 - 23/08/2020)
(%)
83 86 89 92 94

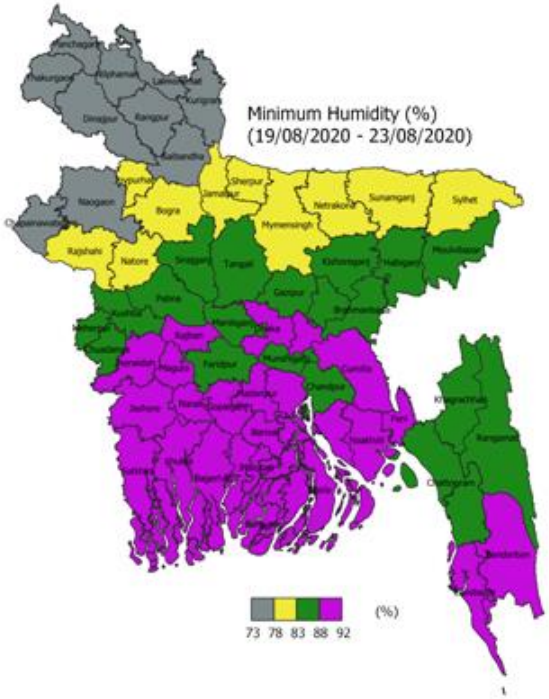
Minimum Humidity (%)
(19/08/2020 - 23/08/2020)
(%)
73 78 83 88 92

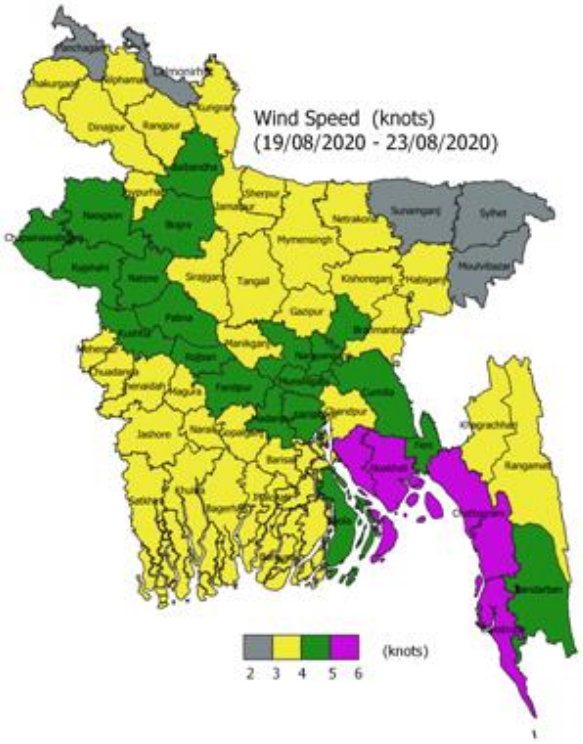

Wind Speed (knots)
(19/08/2020 - 23/08/2020)
(knots)
2 3 4 5 6

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্য:**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week. No. 32 (04 August -10 August) over Agricultural regions of Bangladesh

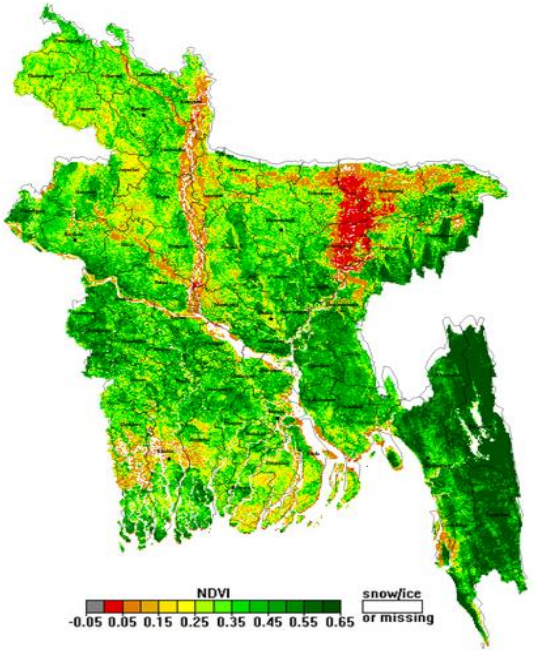

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 32 (04 August -10 August) over Agricultural regions of Bangladesh

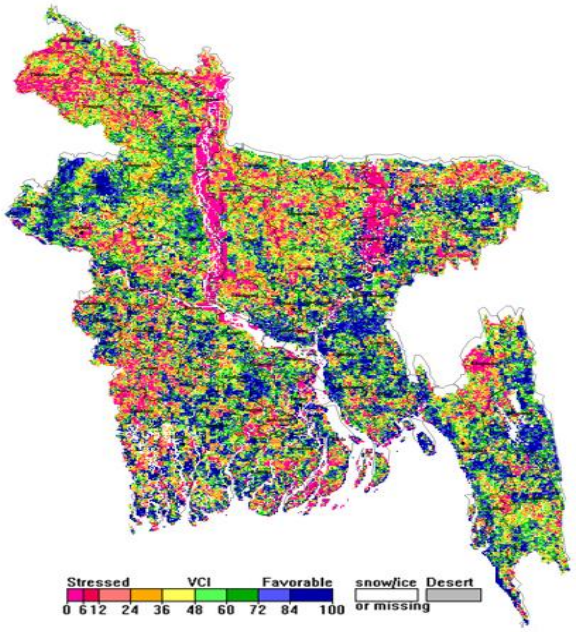

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 32 (04 August -10 August) over Agricultural regions of Bangladesh

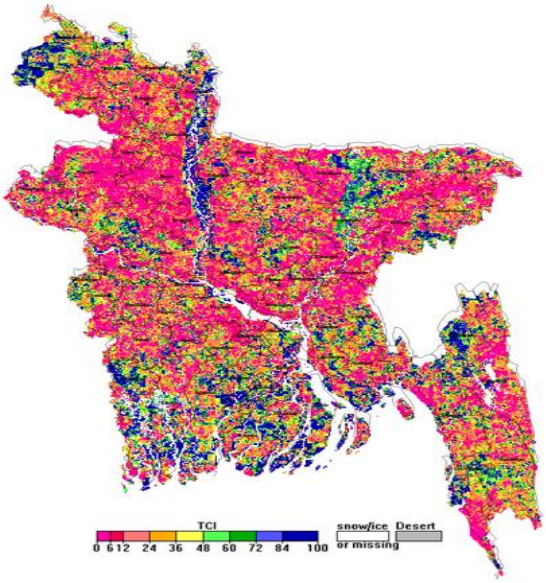

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 32 (04 August -10 August) over Agricultural regions of Bangladesh

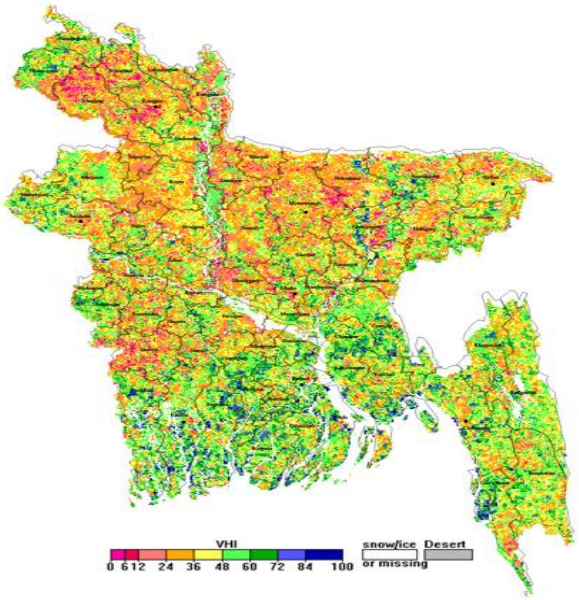

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

দেখা গেছে যে গত চার সপ্তাহের মধ্যে (জুন ২০২০) উত্তরের জেলাগুলিতে তীব্র থেকে চরম ভেজা পরিস্থিতি বিরাজ করছে, এবং মাঝারি ভেজা পরিস্থিতি কেন্দ্রীয় অংশে বিরাজ করছে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল গত চার সপ্তাহ ধরে শুকনো পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

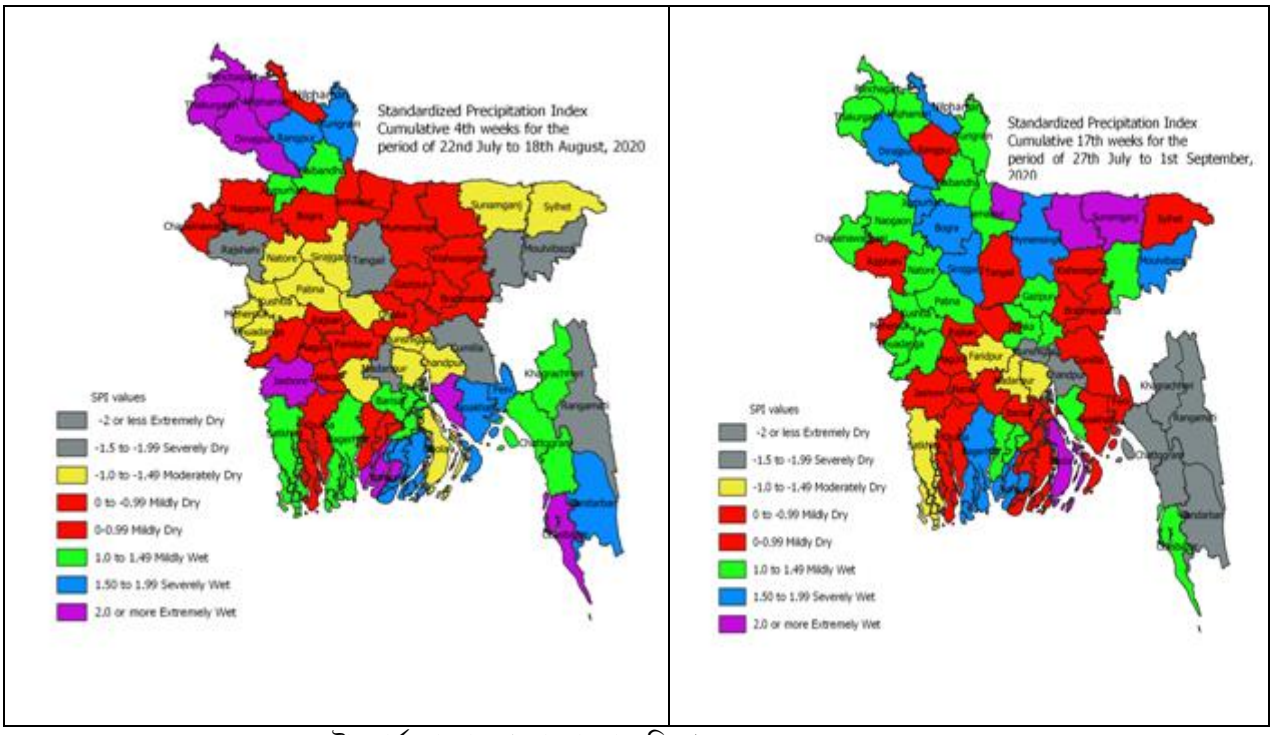

ডেটা সোর্স: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর